OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 11*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 77 - 82*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - iv, Issue - ii, published on April 2024, Page No. 77 - 82*
*Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com*
*(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848*

# পরিবেশগত বাধা এবং শিশুর অধিকার : রবীন্দ্রনাথের নির্বাচিত ছোটগল্প অবলম্বনে একটি সমীক্ষা

অস্মিতা রায়
সহকারী শিক্ষিকা, ডিব্রুগড় (আসাম)
Email ID: informasmitaroy@gmail.com

***Received Date*** *16. 03. 2024*
***Selection Date*** *10. 04. 2024*

***Keyword***
*Deceived, Defeated, Social Cruelty, Crushed, Impediment.*

***Abstract***
*Each and every child on the earth is unique and independent in character and approach. They posses some innate wisdom and knowledge. So, if a child gets the opportunity to enhance those inborn Characteristics then the alround development of a child is smooth and possible. For the alround development of a child the society has set certain rights. If a child can enjoy those rights properly then the personality of a child is achieved in a proper way. Perhaps, to enjoy those rights the environment plays an important role in this regard. A healthy environment brings proper development. But it has been observed that in certain situations, the child merely can use his/ her basic rights due to the pressure created by the society. In such situation the child cannot enjoy those rights due to various social issues and barriers which lead to an unhealthy growth of a child both physically and mentally. So, through this article, we can discuss about the child character of some short stories of Rabindranath Tagore and analyse how lack of opportunity brings hindrence in the growth and development of those characters.*

## Discussion

"জগৎ পারাবারের তীরে
ছেলেরা করে মেলা।
ঝঞ্ঝা ফিরে গগন তলে,
তরণী ডুবে সুদূর জলে,
মরণ-দূত উড়িয়া চলে,
ছেলেরা করে খেলা।
জগৎ-পারাবারের তীরে
শিশুর মহামেলা।" (শিশু)[১]

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 11*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 77 - 82*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

আজকের শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। বর্তমানের শিশুই ভবিষ্যতের সুনাগরিক হয়ে দেশ পরিচালনা করবে। কিন্তু সেই গুরুদায়িত্ব পালন করার জন্য যে প্রস্তুতির প্রয়োজন -তার সিংহ ভাগটাই কিন্তু শিশুটির পিতা-মাতা এবং পরিবেশের।

> "...শিশুকে শিক্ষিত করিতে হইলে শিশুর মতোই মন লইয়া তাহার কৌতুহল কল্পনা প্রবল মনের খোরাক জোগাইতে হয়।"[২]

শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনের ক্ষেত্রে এই দিকটি বিশেষ ভাবে মনে রাখা প্রয়োজন। তাছাড়া শিশুর পরিবেশ যদি যথোপযুক্ত ভাবে তাকে গড়ে তুলতে পারে তখনই শিশুটি আগামী দিনের সু-নাগরিক হতে পারবে।

সমস্ত বিশ্বের শিশুদের কল্যাণের জন্য জাতিসংঘ যে সমস্ত অধিকারের কথা বলেছে, সেগুলোর বাস্তবায়নের ফলে প্রত্যেকটি শিশুর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত হবে এবং সমাজের জন্য তা কল্যাণকর বিবেচিত হবে। শিশুদের হিতে দেওয়া এই অধিকার গুলো হ'ল **প্রথমত**, বেঁচে থাকার অধিকার : এর মধ্যে রয়েছে জীবন ধারণে সহায়ক মৌলিক বিষয়াদির অধিকার; যেমন - স্বাস্থ্য, সেবা, পুষ্টিকর খাদ্য, বিশুদ্ধ জল, ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ। **দ্বিতীয়ত**, বিকাশের অধিকার : এর মধ্যে আছে শিক্ষার অধিকার, অবকাশ যাপন, বিনোদন ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহনের অধিকার। **তৃতীয়ত**, সুরক্ষার অধিকার : এই শ্রেণীতে রয়েছে উচ্চ ঝুঁকির পরিস্থিতিতে শিশুদের অধিকার সমূহ- যেমন, উদ্বাস্তু শিশু, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন শিশু এবং শোষণ, নির্যাতন ও অবহেলার শিকার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এমন শিশু। **চতুর্থত**, অংশ গ্রহণের অধিকার : এর মধ্যে আছে শিশুদের তাদের কথা শোনার অধিকার, অন্যদের সঙ্গে অবাধে সম্পর্ক গড়ে তোলার অধিকার এবং তথ্য ও ধারনা চাওয়া-পাওয়া ও প্রকাশের অধিকার।

কবির ভাষায় বলা হয়েছে -

"যে শিশু ভূমিষ্ট হ'ল আজ রাত্রে
তার মুখে খবর পেলুম;
সে পেয়েছে ছাড়পত্র এক
নতুন বিশ্বের দ্বারে তাই ব্যক্ত করে অধিকার
জন্মমাত্র সুতীব্র চিৎকারে।"[৩]

তাই শিশুদের এই অধিকার গুলো সমুন্নত রাখার দায়িত্ব কেবল সরকারের একার নয়, এই দায়িত্ব শিশুর সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকেরই। এদের মধ্যে আছেন- মা-বাবা, দাদা-দিদি, শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রভৃতি ব্যক্তিরা।

কিন্তু অনেক সময়ই দেখা যায় শিশুদের প্রতি তাদের অভিভাবকেরা যথার্থ সচেতন না থাকার ফলে তারা ঠিক মতো গড়ে উঠতে পারেনা। বিশেষত দরিদ্র ও অশিক্ষিত সমাজে শিশুর প্রতি কর্তব্য পালনে অধিকাংশ লোকই সচেতন নয়। ফলে বিভিন্ন ভাবে শিশুরা অবহেলিত হয়।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই বলা যায় রবীন্দ্র ছোটগল্পের কিছু শিশু চরিত্রের কথা যারা পরিবেশ এবং পরিস্থিতির চাপে বিভিন্ন ভাবে প্রতারিত হয়েছে। নানা কারণে তাদের অধিকার খর্ব হয়েছে। আসলে সাহিত্য হ'ল সমাজেরই দর্পন আর এই দর্পনেই প্রতিফলিত হয় জীবনের কিছু হৃদয়স্পর্শী মুহূর্ত যা চিরদিনই পাঠকের অন্তরে দাগ কেটে যায়। আসলে জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ খুব সূক্ষ্ম ভাবে জীবনের প্রতিটি ঘটনাকে নীরিক্ষণ করেছিলেন। তাইতো 'ছোটগল্প, ছোট ব্যথা, ছোট ছোট দুঃখ কথা'[৪] নিয়ে বাংলা ছোটগল্পের জগতে আবির্ভূত রবীন্দ্রনাথ ফটিক, উমা, রতন, আশু, সুভার মত চরিত্র সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। তাদের জীবনের বিভিন্ন দিকের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ করে তাদের পরিবেশে চাপে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বঞ্চিত হওয়ার দৃশ্যটি খুব সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন গল্পগুলোতে। রবীন্দ্রনাথ শৈশব আনন্দকে যতটা না আলোয় এনেছেন তার চেয়ে অনেকবেশি গভীর অন্ধকারের ছায়া টেনে এনেছেন শৈশব-মৃত্যুর করুণ রসে। শৈশবের বেদনা ও যন্ত্রনা স্বয়ং কৈশোরের শরীর ও মনোজগতে ঘটতে থাকা পরিবর্তন- ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকের সমস্ত গল্পগুলোতেই অভিমান, পরিস্থিতির চাপ, অসহায়ত্ব, এমন কী মৃত্যুর ছায়াও ফুটে উঠেছে। কখনো 'ছুটির' ফটিক চরিত্রের শেষ পরিনতি পাঠক হৃদয়কে নির্মম ছুরির ফলায় ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলে, কখনো বা খাতার উমার চিরসঙ্গী খাতা ধ্বংস করার মধ্যে দিয়ে উমার শৈশবকেই ধ্বংস করা হয়েছে। আবার কখনো 'পোস্ট মাস্টারের' রতন শৈশব ও যৌবনের পার্থক্যটুকু উপলব্ধি করতে না পেরে এক অজানা ভ্রান্তির ছলে পোস্ট অফিসের চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অন্যদিকে 'গিন্নির' আশুকে কেন্দ্র করে লেখক দেখিয়েছেন সরল

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 11*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 77 - 82*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

শৈশবের লালিত্যকে নিষ্ঠুর ব্যাঙ্গে ধ্বংস করা হয়েছে। 'অতিথির' তারাপদকে তো শৈশবত্ব অক্ষুন্য গিয়ে সামাজিক জীবনের বন্ধন থেকেই মোহমুক্ত করেছেন লেখক আবার যান্ত্রিক শহর ও নিষ্ঠুর মানুষ গ্রাস করেছে গ্রাম্য বালিকা সুভার শৈশব।

ছোটদের জীবনে প্রয়োজন মুক্তির আনন্দ, অসীম স্বাধীনতা। কিন্তু সমাজ এবং সংসারে কেবলই বাধা, কেবল বন্ধন, কেবলই বন্দিত্ব। হাঁফ ছেড়ে বাঁচার কোনো পথ নেই। এই প্রসঙ্গেই বলা যায় 'ছুটি' গল্পের ফটিকের কথা। ফটিক ছিল পিতৃহীন। দরিদ্র পরিবারের বিধবা মায়ের পক্ষে দুই ছেলেকে ঠিকমতো পরিচর্যা করা সম্ভপর হয়ে ওঠে নি। তাই ছোট ছেলে মাখন কথা শুনলেও ফটিক অবাধ্য। গাঁয়ের সমবয়সী ও ছোটদের দুষ্টুমির দলপতি সে। এর জন্য নালিশও আসত বাড়িতে। ফলে মায়ের তিরস্কার ও ভৎসনাও জুটত কপালে। পড়াশোনাতেও বিশেষ মনোযোগ ছিল না। তাই তাকে নিয়ে মায়ের দুশ্চিন্তা দিনে দিনে বেড়েই চলেছিল। সেই সময়েই শহর থেকে ওদের বড়মামা এসে হাজির হন এবং ফটিককে পড়াশোনা শিখিয়ে মানুষ করার উদ্দেশ্যে শহরে নিয়ে যান। এখান থেকেই শুরু হয় ফটিকের বন্দীদশা ও তাচ্ছিল্যের জীবন। গ্রামের মুক্ত বিহঙ্গ যেন শহরে নিষ্প্রাণ খাঁচায় বন্দী হ'ল। তাছাড়া ফটিকের মামিও তাকে মোটেও সহ্য করতে পারতেন না। তার মতে বাড়িতে একটা আপদ এসে জুটল। কথাবার্তা, আচার-আচরনে সেই মনোভাব তিনি খুব ভালোভাবেই বুঝিয়ে দিলেন। এভাবে ফটিক মায়ের থেকে দূরে এক অবহেলিত বঞ্চিত জীবন কাটাতে বাধ্য হয়। একমাত্র মামা ছাড়া নিজের মনের কথাটুকু পর্যন্ত সে খুলে কাউকে বলতে পারত না। নিজের মামাতো ভাইয়েরা পর্যন্ত তাকে ঠাট্টা করতো এবং তার অপারগতায় অন্যদের চাইতে বেশী আনন্দ উপভোগ করতো।

ফটিক দুষ্টু ছিল বটে, কিন্তু খারাপ ছিল না। সে মামির মন জুগিয়ে চলতে মনে প্রাণে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কোনো ভাবেই মামির পাষাণ মনকে টলাতে পরেনি। এর মধ্যে বই হারিয়ে তীব্র নিন্দার পাত্র হ'ল এবং সেই কারনেই প্রবল জ্বর হলেও কাউকে কিছু না বলে মায়ের কাছে যাওয়ার জন্য রওনা হয়ে যায়। সমস্ত দিনের শেষে যখন পুলিশ তাকে মামাবাড়ি নিয়ে আসে-তখন সে জ্বরে বেঁহুশ প্রায়। জ্বরের বিকারে আবোল তাবোল বকতে থাকে। জাহাজের খালাসির মতো সুর করে বলতে থাকে- "এক বাঁও মেলে না। দো বাঁও মেলে-এ-এ-না।"[৫] খবর পেয়ে যদিও ওর মা এসে উপস্থিত হন। কিন্তু তখন তাঁর শেষ অবস্থা। এই হ'ল আমাদের সমাজ। একটি সহজ, সরল গ্রাম্য বালক তার শৈশবের আনন্দ, অধিকার; জীবন গড়ায় সুযোগ একে একে সব হারায়। এমন কি শেষ পর্যন্ত নিষ্ঠুর বাস্তবতার কাছে পরাজিত হয়ে নিজের জীবনও হারায়। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সে যেন ছাড়া পেয়ে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় এই নিষ্ঠুর সমাজকে-

"আমাকে বাঁধবি তোরা সেই বাঁধন কি
তোদের আছে।"[৬]

এর পর আসা যাক 'খাতা' গল্পের উমার প্রসঙ্গে। উমা এক সরল শিশু যে লিখতে শেখা অবধি বাড়ির প্রত্যেক দেওয়ালে বাবার হিসাবের খাতায় নানা কথা লিখে চলে। সাধারণত এই বয়সের শিশুরা কথার মাধ্যমে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করে, কিন্তু উমা কেবলই লেখে। এমন কি যে কথা গুলো মৌখিক হওয়ার কথা ছিল, কণ্ঠে সুর তোলা গান-সবই সে খাতায় লিখে রাখতো। অর্থাৎ ভাব আদান প্রদানের পদ্ধতি তার এটাই, পৃথিবী ও পৃথিবীবাসীর সঙ্গে যোগাযোগের কিংবা তার মনে যে কথা ছিল, প্রশ্ন ছিল, অভিযোগ ছিল- সব কিছুরই উৎস ছিল খাতাটা। অন্যদের মত তাঁর কোনো বাল্য সখী ছিলনা। খাতাটাই ছিল উমার শৈশবের অন্যতম স্মৃতি, একমাত্র অবলম্বন। আর উমার শৈশবের এই উপদ্রবটি খুশি মনে মেনে নিয়েছিলেন তার স্নেহশীল বাবা। সেই সময়কার আপাতরক্ষণশীল সমাজে উমার যে লেখা পড়া শেখার সুযোগ হয়েছিল, সেটা তার বাবার জন্যই। কিন্তু পরবর্তী কালে এই বালিকা পরগৃহে এই সামান্য সুখটুকু থেকেও বঞ্চিত হয়। যদিও যসি উমার সঙ্গে তাঁর শশুর বাড়ি যাওয়ার সময় খাতাটি জন্মগৃহ বাসের স্নেহময় স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু পড়াশোনা জানা প্রাচীন পন্থী প্যারীমোহনের কাছে বিষয়টি মোটেই আস্কারা পায়নি। পরবর্তীকালে দেখা যায় যে উমার শৈশবের স্বভাব ধর্মকে জড়িয়ে বেড়ে ওঠার, যৌবনত্বে বিকশিত হওয়ার সুযোগটুকু সে পায় নি। স্নেহমধুর স্বাধীনতার আস্বাদন তো বহু দূরের কথা। তাঁর কোমল ও অনুভূতি পরায়ণ হৃদয়ের দুর্দশাই যেন সবকিছু ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠল গল্পে। তার খাতার লেখার কথা জেনে প্যারীমোহনের ব্যাঙ্গাত্মক উক্তি-

"শামলা ফর্মাশ দিতে হইবে, গিন্নী কানে কলম গুঁজিয়া আপিসে যাইবেন।'[৭]

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 11*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 77 - 82*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

যেন হৃদয় বিদারক। কিন্তু উমা তা হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম নয়, কারণ সে নিতান্তই বালিকা। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। উমার সূক্ষ্মতত্ব বিশিষ্ট স্বামী গৃহরক্ষা ধর্ম রক্ষার যজ্ঞে খাতাটিকে আহুতি না দিয়ে কিছুতেই যজ্ঞের সার্থকতা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। এভাবেই গৃহরক্ষা ধর্মকে রক্ষা করতে গিয়ে ক্ষুদ্র উমার শৈশব ধর্মের নিষ্ঠুর বিসর্জন হ'ল, শৈশবের স্মৃতি স্বরূপ প্রিয় খাতাটির ধ্বংসের মাধ্যমে। আসলে আমাদের রক্ষণশীল সমাজেরই প্রতিচ্ছবি এখানে স্পষ্ট, যেখানে পুরুষতন্ত্র নিজের দম্ভ জাহির করল উমার শৈশবকে গ্রাস করে। নিজের ভালোলাগা, মতামত প্রকাশ করা একমাত্র অবলম্বন খাতাটির ধ্বংসের মাধ্যমে।

'পোস্টমাস্টারের' রতন আবার আসে বঞ্চিতের এক অন্যরূপ নিয়ে। বারো-তেরো বছরের পিতৃ-মাতৃহীন অনাথা বালিকা সে। তার কাজ জুটেছে শহর থেকে আসা পোস্টমাস্টারের ঘরে। আসলে এই বয়সে ছিল তার পুতুল খেলার। কিন্তু দরিদ্রতার কারণেই তাকেও কাজ করে খেতে হয়। রান্নাবান্না থেকে ঘরদোর গোছানো, দাদাবাবুর তামাক সেজে দেওয়া- সব কাজই সে করত। এমন কি প্রভু একবার জ্বরে পড়লে মন প্রাণ দিয়ে সেবাও করেছে, পথ্য রেধে খাইয়েছে, ঔষধ দিয়েছে। একজন মায়ের মতই মন দিয়ে উৎকণ্ঠার সঙ্গে পোস্টমাস্টারের আরোগ্যের জন্য ধৈর্য ধরে সস্নেহে সেবা করে গেছে। এইভাবে একটা মানুষের জন্য করলে সে তো কেবল আর বাধা বেতনের দাসি হয়েও থাকে না। তাই এই ছোট্ট রতন পোস্টমাস্টারের মন ছুঁতে পেরেছিলেন। কিন্তু শহুরে মানুষ পোস্টমাস্টার বহু চেষ্টা করে করে শহরে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করে নেন। রতন ও যেতে চায় তার সঙ্গে। কিন্তু নিষ্ঠুর এই সমাজ। তারা কখনোই এই অসমবয়সী, অসম সামাজিক অবস্থানে বিরাজ করা দুটো মানুষকে সহজভাবে গ্রহন করবে না। 'পোস্টমাস্টার গল্পটিতে নির্জন পল্লীজীবনে অবিশ্রান্ত বর্ষাধারাপাতের মধ্যে প্রবাসী পোস্টমাস্টারের সহিত অনাথা বালিকা রতনের যে একটি ব্যাকুল স্নেহ সম্পর্কের সৃষ্টি হইয়া উঠিয়াছে, পারিবারিক জীবনের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে তাহাকে ধরিয়া রাখিবার উপায় নাই বলিয়াই তাহার এত করুণ, শঙ্কিত আবেদন।'[৮] তাইতো পোস্টমাস্টার বলেন, 'সে কি করে হবে।'[৯] রতন কোনো ভাবেই বুঝতে পারল না বিষয়টি কেনো সম্ভব নয়। তাই অভিমানে দাদাবাবুর দেওয়া উপহারটাও সে গ্রহন করল না এবং দৌড়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেল। যদিও তাকে এভাবে ফেলে যেতে পোস্টমাস্টারের খুব কষ্ট হচ্ছিল, - কিন্তু সমাজের কঠোর শাসনে তার হাত বাঁধা। 'পৃথিবীতে কে কাহার।'[১০] -এই তত্ত্বকথায় নিজের মনকে ভুলিয়ে তিনি এগিয়ে যান। কিন্তু কোনে এক দূরাশার বশবর্তী হয়ে, এক ক্ষীন আশা নিয়ে- যে হয়তো বা দাদাবাবু ফিরে আসবেন, রতন সেই পোস্টঅফিসের চারদিকে চোখের জল ফেলে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। তাঁর এই বঞ্চিত জীবনের ছবিতে পাঠকের হৃদয়ও যেন অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে।

'গিন্নি' গল্পের নায়ক আশুর বঞ্চনার ছবিটি আরেক রকম। মনস্তত্ত্ববিদদের মতে –

> "শিশুর ব্যাক্তিত্বের বিকাশ শুধু সহজাত চরিত্র বৈশিষ্ট্য দিয়ে আর শুধু সামাজিক অবস্থা দিয়ে নির্ধারিত হয় না, সেটা নির্ধারিত হয় শিশুটি খুব ছোট থাকার অবস্থাতেই মনুষ্যজগৎ আর বস্তু জগৎ সম্পর্কে গড়ে ওঠা সবিশেষ মনোভাব দিয়ে। প্রতিটি শিশুই তার নিজের ও চারপাশের লোকদের সম্পর্কে তার নিজস্ব মত স্থির করে নেয় এবং তার অনুসরন শুরু করে।"[১১]

এভাবেই স্বীকৃতির পটভূমিতে শিশুর অভ্যন্তরীন মনোভাব তার জীবনপথের উত্তরনকে নির্দিষ্ট করে। শিশুর প্রতি করা আচরণ, তার লালন পালন আর শিক্ষাই হচ্ছে এর ভিত্তি স্বরূপ। এই স্তরের সামান্যতম বিচ্যুতিও শিশুর মানসিকতা বিকৃত করতে পারে। নিতান্তই গোবেচারা ভালোমানুষ শিশু আশু চালাকি করতে জানে না। কিন্তু সংসারে এমন অনেক গুরুজন আছেন যারা চালাক-চতুর বালকদের প্রতি প্রশ্রয় প্রবণ হলেও শান্তশিষ্ট আশুর মতো বালকদের প্রতি কঠোরহস্ত। কোনো না কোনো ভাবে তাদের সুযোগ বুঝে ব্যতিব্যস্ত করে আনন্দিত হয়। কখনো কখনো প্রহারের চেয়েও বিদ্রূপবাণী ও তির্যক মন্তব্য অসহ্য যন্ত্রনার কারণ হয় আর আশুর ক্ষেত্রেও সে রকম ঘটেছিল শিবনাথ পণ্ডিতের হাতে। আশু সময় মতো স্কুলে আসতো, বেশ ভালো ছিল, একটু লাজুক স্বভাবের। তাই ছুটির পর দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি চলে আসতো। বাড়ির দাসি রেকাবি সাজিয়ে দুপুরে টিফিন আনতো, এতে সে খুব বিব্রত হয়। কারণ পণ্ডিতমশাই ও অন্য অনেকের ব্যবহারে সে উপলব্ধি করত যে সে বুঝি বাড়ির যত্নে লালিত গৃহপালিত সুবোধ প্রাণী স্বরূপ। সব মিলিয়ে পণ্ডিতমশাই এই শান্ত বালকটি খুবই উত্যক্ত করতেন। এক ছুটির দিনে বোনের সঙ্গে পুতুল খেলছিল আশু এবং এমন সময় হঠাৎ বৃষ্টি আসে। পুতুলের বিয়ের জন্য পুরোহিতের প্রয়োজন হলে আশুর বোন অজান্তে তাদের খেলাঘরের সামনেই আশ্রয় নেওয়া শিবনাথ পণ্ডিতকে

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 11*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 77 - 82*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

হাত ধরে নিয়ে আসে। কিন্তু তাকে দেখে আশু পালালেও শেষ রক্ষা আর হ'ল না। পরের দিনে স্কুলে খুব রসিয়ে আগের দিনের ঘটনা তিনি অন্য ছাত্রদের বললেন এবং আশুর নতুন নামকরণ হ'ল এবং সকলেই তাকে 'গিন্নি গিন্নি' বলে খেপাতে লাগলো। বিনা কারণে এই নিরিহ বালক পণ্ডিত মাশাইর নিষ্ঠুর ব্যঙ্গে পরিহাসের পাত্র হয়ে দাঁড়াল। এভাবেই রবীন্দ্রনাথ শিবনাথ পণ্ডিতের মাধ্যমে দেখিয়েছেন কিভাবে শিশু কিশোরদের শিক্ষার ক্ষেত্রটি গুরু দ্বারা নিষ্পেষিত হয়।

'সুভা' গল্পে দেখি মূক বালিকা সুভার করুণ পরিনতি। নির্জন দ্বিপ্রহরের মতো শব্দহীন এবং সঙ্গীহীন ছিল সুভা। তাই সাধারণ বালক বালিকারা তাকে ভয় পেত, তার সঙ্গে খেলত না। অবশ্য প্রকৃতিই ছিল তার সঙ্গী। তার সমস্ত অভাবই যেন তারা পূরন করে দিতো। "সুভা' নামক গল্পটি মূক বালিকার সহিত মৌন বিরাট প্রকৃতির নিগূঢ় ঐক্যের পরিচয় আগাগোড়া পরিপূর্ণ।"[১২] কিন্তু তিন বোনের মধ্যে সুভাকে নিয়েই মা ছিলেন চিন্তিত। কারণ তার খুঁতটুকুকে মা নিজের অপরাধ বলে মনে করতেন। আবার এমনই আমাদের সমাজ যে সুভার বিয়ে না দিলে সবাই তাদের একঘরে করবে বলেও জানিয়ে দিয়েছে। তাই বাবা মা শহরে নিয়ে পাত্র দেখে তার বিয়ে দিয়ে দেন। 'সুভা' যে কথা বলতে পারে না একথা তার পাত্র পক্ষকে জানায়নি। কারণ তাহলে হয়তো মেয়ের বিয়েটা আর হবে না। এটাও আমাদের সমাজেরই ক্রুরতার এক প্রতিচ্ছবি, যেখানে বাবা-মাও সন্তানের ভবিষ্যত চিন্তা না করে শুধুমাত্র সমাজের ভয়ে এই ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন। এভাবেই নিষ্ঠুর মানুষও নিষ্প্রাণ শহরে বোবা মেয়েটির অস্থিত্বের মৃত্যু হ'ল, মৃত্যু হ'ল তার নির্মল শৈশবের।

'অতিথি' গল্পের তারাপদের জীবনে আবার অন্য ধরনের প্রতিবন্ধকতার ছবি দেখা যায়। তারাপদ একটু অন্য ধরনের ছেলে। দেখতে খুবই সুন্দর, খুব গুণী। গান গাইতে পারে ভালো। চট করে যে কোনো কাজ শিখে ফেলে, এমন কি রান্না পর্যন্ত, পুঁথিও পড়ে চমৎকার। এ ধরনের বালক সহজেই সবার মন জয় করতে সক্ষম। সে মানুষকে মায়ায় বাঁধে অনায়াসে, আর মানুষ ওকে ভালোবাসায় বাঁধে আন্তরিকতার টানে। বাবা-মায়ের চতুর্থ সন্তান সে। ছোট বেলাতেই বাবাকে হারিয়েছে। মা, বোন এবং ভাইয়েরাও তাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন। কিন্তু কোনো এক অজ্ঞাত কারণে তাকে কেউ মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারে না। কারণ ওর ভিতরে একটা মন আছে, যা বড়ই উদাসি। তাই তো এক জায়গায় এক পরিবেশে বেশিদিন তার মন টেকে না। তাই তো হঠাৎ একদিন কাউকে কিছু না জানিয়ে এক বিদেশি যাত্রাদলের সঙ্গে মিশে নিরুদ্দেশ হয়ে যায় সে। অবশ্য অনেক কষ্টে তাকে ফিরিয়ে আনা হয়, কিন্তু তার পালিয়ে যাওয়ায় মনোবৃত্তিকে কিছুতেই দমন করা যায় না। স্নেহ, মায়া-সমস্ত বন্ধনকেই ছিন্ন করে সে কখনো যাত্রাদলে, কখনো পাঁচালি গানের দলে, আবার কখনো বা জিমনাষ্টিকের দলে যোগ দেয়। কিন্তু কোথাও থেমে থাকার পাত্র সে নয়। আসলে "অজ্ঞাত বহিঃপৃথিবীর স্নেহহীন স্বাধীনতার জন্য তাহার চিত্ত অশান্ত হইয়া উঠিত।"[১৩] মানব জীবন যেমন তার কাছে বিশেষ আকর্ষণের বস্তু ছিল, তেমনি প্রকৃতির রূপ রস সৌন্দর্য তার বিশেষ উপভোগের বস্তু ছিল। কিন্তু কোথাও আবদ্ধ হয়ে থাকা ছিল তার স্বভাব বিরুদ্ধ। কারণ তারাপদের বিধাতা পুরুষ 'জন্ম নক্ষত্র তাহাকে গৃহহীন করিয়া দিয়াছে।'[১৪] তাই তো সে চিরপথিক, পথ চলাতেই তার আনন্দ। কিন্তু তার এই স্বভাবকে মেনে নিতে পারেনি সকলে। সকলেই তাকে বন্ধনে আবদ্ধ করতে চেয়েছে। আসলে প্রত্যেকটা শিশুরই কিছু নিজস্ব স্বভাব থাকে। কিন্তু আমাদের সমাজ একটি নির্দিষ্ট পথেই তাকে চালিত করতে উৎসাহি। তাই তো তারাপদকে পদে পদে সকলে বন্ধনে জড়িয়ে রাখতে চেষ্টা করেছে। কখনো মা-বোনেরা স্নেহের বাঁধনে, কখনো মতিলাল বাবু অন্নপূর্ণা মেয়ের জন্য সুপাত্র হিসেবে স্বার্থের বাঁধনে আবার চারুর নতুন সঞ্চারিত প্রেমের বাঁধনে তারাপদকে বন্দী করতে চেয়েছে। কিন্তু নিজের ইচ্ছেমত স্বাধীনভাবে বাঁচার যে অধিকার প্রত্যেক শিশুর আছে, তাকেই খর্ব করা চেষ্টা করেছে সবাই। তাইতো নিজের শৈশবত্ব রক্ষা করার জন্য তারাপদ সামাজিক জীবন থেকেই বিদায় নিয়েছে-

> "স্নেহ-প্রেম বন্ধুত্বের ষড়যন্ত্রবন্ধন তাহাকে চারিদিক হইতে সম্পূর্ণ রূপে ঘিরিবার পূর্বেই সমস্ত গ্রামের হৃদয়খানি চুরি করিয়া একদা বর্ষার মেঘান্ধকার রাত্রে এই ব্রাহ্মন বালক আসক্তিবিহীন উদাসীন জননী বিশ্ব পৃথিবীর নিকট চলিয়া গিয়াছে।"[১৫]

ছোটগল্পের পরিধিতে জীবনের পূর্ণাঙ্গ প্রতিফলন দেখানো অসম্ভব। তাই বিভিন্ন কারণে, পরিবেশের প্রভাবে শিশু অধিকার থেকে বঞ্চিত এই চরিত্রগুলোর আংশিক পরিচয়টুকু আমরা লাভ করি গল্পগুলোতে। তবুও ফটিক, উমা, রতন, আশু, সুভা এবং তারাপদর মতো চরিত্রগুলোর মধ্যে দিয়ে নিষ্ঠুর সমাজেও পরিপার্শ্বিকের প্রতিকূলতায় যে করুণ পরিনতি হয়েছে, তা পাঠক হৃদয়কে সত্যিই অশ্রুসিক্ত করে।

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 11*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 77 - 82*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

**Reference:**

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ; শিশু, প্রকাশিকা, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশনের পক্ষে শ্রীমতী বুলবুল বসু, ৩০ মহাত্মা গান্ধীরোড, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম পকাশ, ১ জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ৯
২. মুখোপাধ্যায়, প্রভাত কুমার; রবিজীবনী, ১৩৪৩ বিশ্বভারতী গ্রন্থ বিভাগ, কলকাতা, পৃ. ১২
৩. ভট্টাচার্য, সুকান্ত; ছাড়পত্র, সুকান্তসমগ্র, প্রকাশক, বিভাস ভট্টাচার্য, সারস্বত লাইব্রেরী, ২০৬ বিধান সরণী, প্রথম প্রকাশ, ৩১ শে শ্রাবন ১৩৭৪ কলকাতা ৭০০০০৬, পৃ. ১৯
৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ; সোনারতরী, প্রকাশক, তপন কুমার বিশ্বাস, প্রথম প্রকাশ - শ্রাবন ১৪২৩, পৃ. ২৫
৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ গল্পগুচ্ছ ১, পৃ. ১৪১
৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ; গীত বিতান, ১৪১৯, এম. বি. এস. পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃ. ৪১৮
৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ; গল্পগুচ্ছ ১, পৃ ২১৯
৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, প্রকাশক, শ্রী সত্যনারায়ন ভট্টাচার্য, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট কলকাতা, ৭০০০৭৩, পৃ. ২০২
৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ; গল্পগুচ্ছ ১, পৃ. ২২
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩
১১. রায়, প্রফুল্ল (অনু); ব্যক্তিত্বের উন্মেষ (ভালেরিয়া মুখিনা) ১৯৮৭, প্রগতি প্রকাশন, কলকাতা, পৃ. ৬
১২. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার; বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ. ২০৪
১৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ; গল্পগুচ্ছ-২, পৃ. ৩২৯
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৯
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪১

**Bibliography:**

দত্ত, শেলি; রবীন্দ্রনাথের নির্বাচিত ছোটগল্প : শিশু মনস্তত্ত্বের ছবি
ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ; গল্পগুচ্ছ ১ প্রকাশক, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা ৭, বিশ্বভারতী, সংস্করণ শ্রাবন ১৩৩৩
ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ; গল্পগুচ্ছ-২, প্রকাশক, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা ৭, বিশ্বভারতী সংস্করন ১৩৩৩